যায়যায়দিন

তারিখ 29 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# এমপিও প্রশ্নে সাংসদদের তোপের মুখে অর্থমন্ত্রী

যায়যায় রিপোর্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তির প্রস্তাব নাকচ করা সরকারদলীয় সংসদ সদস্যদের তোপের মুখে পড়লেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। সংসদ সদস্যরা ওটল তাদের নিজ নিজ এলাকায় আরো ২-৩টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও-ভুক্তিকরণের দাবিতে।

আর অর্থমন্ত্রী বলছেন, 'এমপিওভুক্তিকরণ ধ্বংস করতে হবে। এ পদ্ধতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।' এ নিয়ে সংসদ সদস্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন মুহিত। একপর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তবে কম যাননি সংসদ-সদস্যরাও।

অর্থমন্ত্রী : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

## অর্থমন্ত্রী : তোপের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বোরবার বিকালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিদের সঙ্গে প্রাক-বাজেট আলোচনা চলাকালে অর্থমন্ত্রী বলেন, আর নতুন করে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিও করতে দেয়া হবে না। এটি ধ্বংস করতে হবে।

এরপরই অর্থমন্ত্রীর এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেন ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ ক ম মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, 'মননীয় মন্ত্রী আপনাকে এ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে। এটি সাধারণের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দেবে। আমরা ভোট চাইতে যেতে পারব না। মানুষ আমাদের ভোট দেবে না।'

তিনি বলেন, 'আমাদের সবার কিছু প্রতিশ্রুতি আছে। সেগুলো রক্ষা করতে না পারলে কিভাবে সাধারণ মানুষের কাছে ভোট চাইব? আমরা ভোট না পেলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে কিভাবে?' আর এ বক্তব্যকে সমর্থন করেন আলোচনায় অংশ নেয়া সব সংসদ সদস্যই।

সভায় অন্যদের মধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. আবদুল ওয়াদুদ দারা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. ইসরাফিল আলম, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেহের আফরোজ চুমকি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুবিদ আলী ভূইয়া প্রমুখ অংশ নেন।

সভায় আবদুল ওয়াদুদ দারা অর্থমন্ত্রীকে বলেন, 'আপনাকে এমপিওর বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। তা না হলে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসতে হবে। আমরা এলাকায় যেতে পারব না।'

এর একপর্যায়ে সবাই কথা বলা শুরু করেন। তোপের মুখে পড়েন সরকারের এই প্রভাবশালী মন্ত্রী।

পরে অবশ্য অর্থমন্ত্রী বলেন, ঠিক আছে, আমি আর বলব না- এমপিও ধ্বংস করতে হবে।'

এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী বলেন, একবারে যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এমপিওর মধ্যে আনতে নাও পারেন, অন্তত যোষণা দিয়ে এবং সময় দিয়ে আংশিক করে বাস্তবায়ন করতে পারেন।

মেহের আফরোজ বলেন, তৈরি পোশাক খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করতে একটি আলাদা বাহিনী করা যেতে পারে। এটি নিয়ে এখন ভাববার সময় এসেছে।

অর্থমন্ত্রী জানান, আসছে বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রস্তাব করা হচ্ছে ৬৫ হাজার কোটি টাকা, যা বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা বেশি। এর মধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পে যাবে ৫ হাজার কোটি টাকা। আর বাকি অর্থ মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কিছুটা বাড়ানো হবে।